পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত লুত (আ:) ও তার কওমের ঘটনা-৪"**

বর্তমান যে এলাকাটিকে ট্রান্সজর্দান (**Trans Jordan**) (**شرق أردن**) বলা হয়, সেখনেই ছিল লুত জাতির বাসস্থান। ইরাক ও ফিলিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এলাকাটি অবস্থিত। বাইবেলে সাদুমকে (Sadom) এ জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead Sea) নিকটবর্তী কোথাও এর অবস্থান ছিল। তালমুদে বলা হয়েছে, সাদূম ছাড়া তাদের আরো চারটি বড় বড় শহর ছিল। এ শহরগুলোর মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ এমনি শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগধ ও বিমোহিত করতো। কিন্তু আজ এ জাতির নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে। বর্তমানে এটি লুত সাগর নামে পরিচিত।

হযরত লুত (আ:) ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ভাইপো। তিনি চাচার সাথে ইরাক থেকে বের হন এবং কিছুকাল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরে সফর করে দাওয়াত ও তবলীগের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকেন। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রিসালতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে এ পথভ্রষ্ট জাতিটির সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হন। সামুদবাসীদের সাথে সম্ভবত তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদেরকে তার সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।এ জাতির অনেক নৈতিক অপরাধ ছিল, তার মধ্যে সমকামিতার উল্লেখ বিশেষভাবে আল কুরআনে করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার অপরাধের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়। তারা এই জঘন্য অসৎকর্মের মধ্যে এতদুর ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম আওয়াজ তাদের সহ্যের বাইরে। এ ধরনের একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত হয়। এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়. পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কোন মামলা রাসূল (স:) এর কাছে আসে নি। তাই শাস্তি কিভাবে দিতে হবে অকাট্যভাবে চিহ্নিত হতে পারে নি। শাস্তি সম্পর্কে সাহাবা (রা:) ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত:

اقتلو الفا عل والمفعول به

এ অপরাধী ও যার সাথে সে অপরাধ করেছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

أحصناأولم يحصنأ

বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক।

فأر جموالا علي الاسفل

ওপরের এবং নিচের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করো। ইমাম আবু হানিফা (রা:) আর মোতে, এ অপরাধের কোন দন্ডবিধি নির্ধারিত নেই। বরং সরকার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষণীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ملعون من أتي المراة في دبر ها

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশে যৌনসঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

আল্লাহর ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করা তথা সমস্ত কার্য সম্পাদন করা মুমিনদের কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন শাস্তি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> (সূরাঃ আল-আনকাবুত)

১. স্মরণ করো লুতের কথা, সে তার কওমকে বলেছিল, তোমরা এমন ফাহেশা কাজ করছো, যা তোমাদের আগে জগতের কেউ করে নি।

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

স্মরণ করো লুতের কথা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:২৮)

২. তোমরা কি পুরুষের সাথে যৌন মিলন করে যাবে? জনপথে ডাকাতি করে যাবে? আর জনসম্মুখে অসৎ কাজ করতে থাকবে? আর জওয়াবে তার কওম এ কথাই বলেছিল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব এনে দেখাও ।

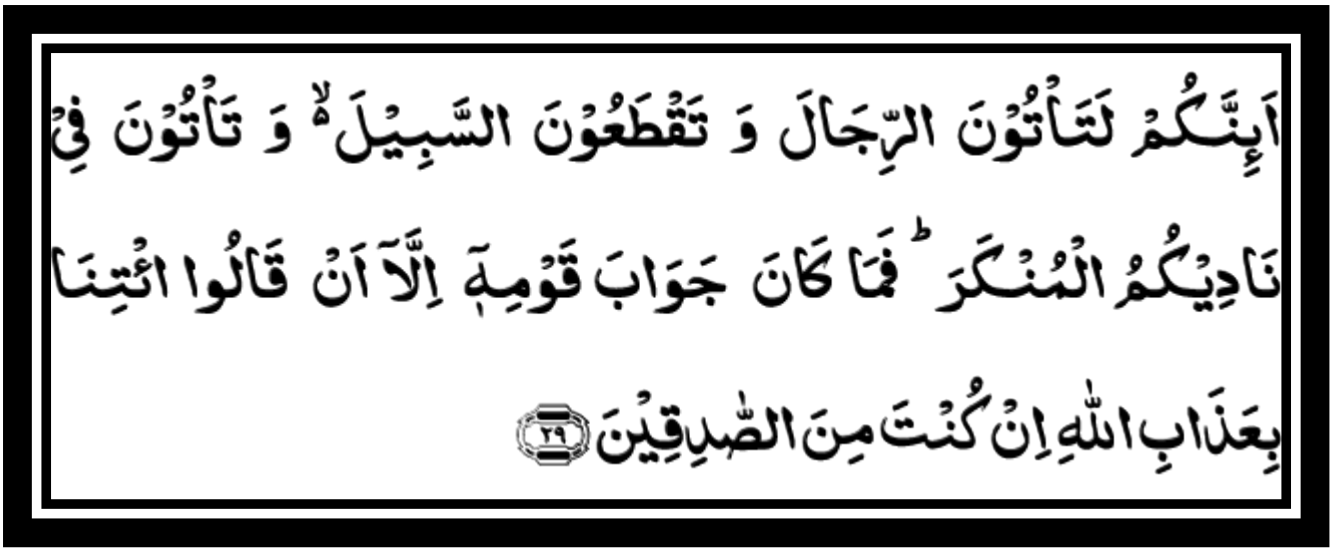
اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ
نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا
بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾

তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:২৯)

৩. তখন লুত বলেছিল, হে আমার প্রভু, ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩০)

৪. আমাদের দূত ফেরেস্তারা যখন ইব্রাহিমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে, তখন তারা বলেছিল, এই জনপদবাসীকে আমরা ধ্বংস করে দেব, আর অধিবাসীরা যালিম।

যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩১)

৫. ইব্রাহিম বললো, সেখানে তো লুতও রয়েছে। ফেরেস্তারা বললো, সেখানে কারা আছে আমরা ভালো করেই জানি। আমরা লুতকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে পেছনে পড়াদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সে বলল, এই জনপদে তো লূতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩২)

৬. আমাদের দূতরা যখন লুতের কাছে এসে পৌঁছালো, তাদের দেখে সে বিষণ্ন হয়ে পড়লো এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো। তারা বললো, আপনি ভয়ও পাবেন না, চিন্তিত ও হবেন না। আমরা রক্ষা করবো আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে আপনার স্ত্রী বাদে। আপনার স্ত্রী পেছনে পড়াদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিষন্ন হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩৩)

৭. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আসমান থেকে আযাব নাজিল করবো তাদের পাপাচারের কারণে।

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾

আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩৪)

৮. যারা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চলে আমরা এ ঘটনার মধ্যে তাদের জন্যে রেখে দিয়েছি একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> (সূরাঃ আস-সাফফাত)

৯. নিশ্চয়ই লুতও ছিলো রাসূলদের একজন।

নিশ্চয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৩)

১০. আমরা তাকে এর্বং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে নাজাত দিয়েছিলাম।

যখন আমি তাকেও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৪)

১১. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া সে ছিলো পেছনে পড়াদের একজন।

কিন্তু এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৫)

১২. তাদের নাজাত দিয়ে বাকিদের আমরা ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৬)

১৩. তোমরা তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করো সকালে।

তোমরা তাদের ধ্বংস স্তুপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায়। (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৭)

১৪. এবং রাত্রে. তবুও কি তোমরা আকল খাটাবে না?

এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (সূরাঃ আস-সাফফাত ৩৭:১৩৮)

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন নিদর্শন, ধ্বংসাবশেষ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা-নক্ষত্র, গাছ-পালা, পশু-পাখি ইত্যাদির দিকে আমরা তাকাই। একটু চিন্তা করি, আকল খাটাই। আল্লাহর সৃষ্টি এবং এর বিভিন্ন পরিবর্তন থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহন করি। আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করি. ঈমান ও আমলে সালেহের সাথে দুনিয়ার জীবন-যাপন করি। অন্যথায় দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবো, কঠিন আযাব আমাদের ভোগ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/